সমকাল

তারিখ ... 22 APR 2017
পৃ 2 ... কলাম 2

চাকরিচ্যুত ৫২ শিক্ষকের কাছে ঢাবির পাওনা ৪ কোটি টাকা

■ ওমর হায়দার

শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশ গিয়ে না ফেরায় ৫২ শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা প্রায় ৪ কোটি টাকা। চাকরিতে যোগ না দেওয়ায় একদিকে যেমন একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে, অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও অর্থ পরিশোধ করছেন না তারা।

বারবার তাগাদা সত্ত্বেও আদায় হচ্ছে না

জানা গেছে, শিক্ষা ঋণ বা শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে কানাডা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে যান শিক্ষকরা। সেখানে অবস্থান করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন তারা। যাওয়ার সময় ছয় মাসের বা চাহিদা অনুযায়ী অর্থ দেওয়া হয়। এরপর যে ক'দিন সেখানে অবস্থান করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিস্তির টাকা পৌঁছে দেন। তবে অনুমতি ছাড়া দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করায় বিভিন্ন সিন্ডিকেট সভায় এসব শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ ছাড়া অনেক শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক আবদুল কুদ্দুস ভূঞা বলেন, সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমরা সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষকদের স্থায়ী ঠিকানায় চিঠি দিই। সংশ্লিষ্ট থানায় ইনফর্ম করি। অনেক সময় শিক্ষকরা যেখানে জব করেন, সেখানেও যোগাযোগ করি।

প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট পাওনা ৩ কোটি ৯৪ লাখ ৬৮ হাজার ৯০৭ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিভাগের তালিকায় দেখা যায়, একক বিভাগ হিসেবে সবচেয়ে বেশি টাকা পরিশোধ করেননি ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১১ শিক্ষক। এর পরে রয়েছেন কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের ছয়জন। সবচেয়ে বেশি ৩৮ লাখ ১২ হাজার ২৪৪ টাকা পাওনা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ড. আমিনুর রহমানের কাছে। পাওনা আদায়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দ্বিতীয় অবস্থানে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ আলীর কাছে ৩০ লাখ ৪৪ হাজার ১৮২ টাকা পাওনা, তৃতীয়– শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক নূর-ই-আলম ছিদ্দিকীর কাছে পাওনা ১৭ লাখ ১৯ হাজার ১৯৬ টাকা, চতুর্থ– ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশলের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম মল্লিকের কাছে পাওনা ১৫ লাখ ৮৪ হাজার ২৮৭ টাকা, পঞ্চম–

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

চাকরিচ্যুত ৫২ শিক্ষকের কাছে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক এ এস এম বোরহানের কাছে পাওনা ১৫ লাখ ৪৭ হাজার ৭৩০ টাকা। শুধু এই পাঁচ শিক্ষকের কাছে এক কোটি ১৭ লাখ ৭ হাজার ৬৩৯ টাকা পাওয়া রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের। দেনা পরিশোধের জন্য তাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে।

টাকা পরিশোধে ব্যর্থ বাকি শিক্ষকরা হলেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শায়লা হামিদ (৫,১৫,৪২১ টাকা), সহকারী অধ্যাপক ফায়েজা সুলতানা (৪,৮১,৫২৮ টাকা), প্রভাষক সুধীর স্যামুয়েল চৌধুরী (১,৪৩,৮৯৮), সহকারী অধ্যাপক মন্ময় জাফর (৯,৩৪,২৬৮), রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান (৩,৮৪,৭৩০), প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাজমুল হুদা (২,২০,১০৬), প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মরিয়ম নাসরীন (৩,৪৪,১৭১), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক জাহিদুল কাইয়ুম (৫,৫১,৩৭০), ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাসরীন ইসলাম খান (৮,৯৩,০৯১), আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদ বিন সাঈদ (১০,২২,৮৮৪), অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. নুরুল হক (১১,৩৮,৩৭০), ফিন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুসফিক উদ্দিন (৪,৫০,৭৬৪), ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা এম সাইফুদ্দিন (৭,২৭,৫২৫), নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ফারহানা আজিম (৯,৫৮,৩৯৬), তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান ভুঞা (৭,১৯,৪৬০), অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আলমগীর রহমান (১২,৮৪,০৮২), লোকপ্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এহসান (৯,০৪,৬৮৯), নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানিয়া শারমীন (১০,১০,৯৪১), ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোস্তাইম বিল্লাহ (১২,৪৬,০৮৩), ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুজার কবির (৭,১৪,৬৯৩), ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম মল্লিক (১৫,৮৪,২৮৭), ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ লেকচারার নজরুল ইসলাম (৪,২২,১৫১), গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক 'কাজী আমিনুর রহমান (১০,০০,১৭২) টাকা, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের লেকচারার জিয়া সাদিক (৮,৩৪,৪২৭), লেকচারার শেখ মোহাম্মদ শহিদ উদ্দিন (৮,৯৭,৪৫৭), আইন বিভাগের লেকচারার তানজিম আফরোজ (১০,২৩,৩৫২), উন্নয়ন ও অধ্যায়ন বিভাগের প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক ড. হেদায়াতউল্লাহ চৌধুরী (৪৬,০১৫), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক নূর-ই-আলম ছিদ্দিকী (১৭,১৯,১৯৬), সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ওমর ফারুক (৪,৮৫,০৫৮), পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. এ বি এম আল-মামুন আশরাফি (২,০৭,৩০৯), প্রাণিবিদ্যা বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সালমা আহমেদ (৮,৬১,৭২৬), পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের এ এস এম বোরহান (১৫,৪৭,৭৩০), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আতাউর রহমান (৬,৭৮,০১৩), শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক এটিএম আব্দুল্লাহেল শাফী (৪,১৮,৮১৯), কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক এনামুল করিম (৬,৩৫,২১৪), প্রভাষক ড. মাহমুদ হোসেন (৩,৭১,৮৬০), সহকারী অধ্যাপক শাহেদ আনোয়ার (৮,৩০,২১২), প্রাক্তন প্রভাষক আশরাফুজ্জামান (২,১৯,৩০৪), সহকারী অধ্যাপক ড. এ কে এম জিয়াউর রহমান (৪,২০,৩০৩), সহযোগী অধ্যাপক ড. নাসিমুল নোমান (৫,৬৫,৬৬৭), ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক ড. জামিল ইউসুফ খান (২,৪২,১৮৫), প্রভাষক সেকেন্দার চৌধুরী (১৯,১১০), প্রভাষক আদনান সিরাজ লস্কর (১,৫৪,৩২০), প্রভাষক শেখ মোহাম্মদ আলী (৩০,৪৪,১৮২), সহযোগী অধ্যাপক আনিকা আজিজ (২,৫৯,৭৬০), প্রভাষক বজলুর রশীদ (২,৩০,৯২২), প্রভাষক জহিরুল হক (২,৪৭,২৯৩), সহযোগী অধ্যাপক ড. 'সাজ্জাদ হায়দার (৪,২৬,০৬৮), সহকারী অধ্যাপক শেখ রিয়াজুল ইসলাম (৭৮,৪৫১), সহকারী অধ্যাপক হামিদুল্লাহ আহমেদ (৯,৫৮,৮৬০), সহকারী অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম (৬,৫২,৭৭০ টাকা)।

শিক্ষা ছুটি বিধির ৪(৭) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো শিক্ষক শিক্ষা ছুটি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করলে ছুটিকালীন সময়ে গৃহীত বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য পাওনা সুদসহ এককালীন ফেরত দিতে হবে।'

এ বিষয়ে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এইচ এম আসাদুল হক বলেন, এটা অনেক খারাপ বিষয়। আমার বিভাগে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক বকেয়া পরিশোধ করেননি, এটা ভালো বিষয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে মেধাবী শিক্ষার্থীরা সেখানেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর শিক্ষক হয়ে এ ধরনের কাজ করা যায় না। আমার আহ্বান থাকবে, তারা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা দ্রুত পরিশোধ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, একজন শিক্ষকের এমন হওয়া উচিত নয়। কোনো শিক্ষক যদি দেশের বাইরে থাকতে চান, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা আটকিয়ে রাখা উচিত নয়। এটা একজন শিক্ষকের নৈতিকতার সঙ্গে যায় না। আমরা এসব ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছি।